প্রেস বিজ্ঞপ্তি: শাহরিয়ার কবির সম্পর্কে জাতিসংঘের মতামত

জাতিসংঘ শাহরিয়ার কবিরের আটককে অবৈধ ঘোষণা করেছে, অবিলম্বে মুক্তি ও ক্ষতিপূরণের আহ্বান

স্টকহোম, ২১ নভেম্বর ২০২৫ – জাতিসংঘের Arbitrary Detention বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (WGAD) তাদের **মতামত নং ৪০/২০২৫**, যা ১০৩তম অধিবেশনে (২৩-২৫ আগস্ট) গৃহীত হয়েছে, ঘোষণা করেছে যে বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক ও মানবাধিকার রক্ষক **শাহরিয়ার কবিরের আটক আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী এবং সম্পূর্ণ অবৈধ।** WGAD বাংলাদেশের সরকারের বিরুদ্ধে **ন্যায়বিচার ও যথাযথ প্রক্রিয়ার গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য কঠোর সমালোচনা করেছে।**

জাতিসংঘের মূল পর্যবেক্ষণসমূহ:

অনুচ্ছেদ ৬৫, ৭৩, ৭৪ এবং ৮৫:

"শাহরিয়ার কবিরের আটক চারটি শ্রেণিতে পড়ে – I (আইনি ভিত্তিহীন আটক), II (মতপ্রকাশের স্বাধীনতা লঙ্ঘন), III (ন্যায়বিচারের অধিকার লঙ্ঘন) এবং V (বৈষম্যমূলক মামলা)।"

অনুচ্ছেদ ৫১:

"সরকারের প্রথম মামলা শুধুমাত্র একটি টেলিভিশন আলোচনার ওপর ভিত্তি করে, যেখানে বলা হয়েছে তিনি নাকি পরোক্ষভাবে সহিংসতা উস্কে দিয়েছেন। কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনোই একটি টেলিভিশন আলোচনার সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের সরাসরি সম্পর্ক মেনে নেবে না। সরকার ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে যে কীভাবে এই আলোচনার কারণে রক্তপাত ঘটেছে।"

অনুচ্ছেদ ৫৪:

"রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ ব্যবহার করে শাহরিয়ার কবিরকে শাস্তি দেওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তার গ্রেপ্তার ও আটককে ন্যায্যতা দেওয়ার মতো কোনো আইনি ভিত্তি নেই।"

অনুচ্ছেদ ৬৯:

"তার আটক মতপ্রকাশের স্বাধীনতার চর্চার ফল, যা মানবাধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তির □□ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। গণতান্ত্রিক সমাজে এই ধরনের হস্তক্ষেপের কোনো বৈধ উদ্দেশ্য নেই।"

অনুচ্ছেদ ৭৭:

"শাহরিয়ার কবিরকে ন্যূনতম প্রতিরক্ষা অধিকার দেওয়া হয়নি – আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ, পর্যাপ্ত সময়ে মামলার প্রস্তুতি, দ্রুত বিচার এবং জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি না দেওয়ার অধিকার সবই লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রায় □□ মাস ধরে বিচারবিহীন আটক এবং বারবার জামিন প্রত্যাখ্যান আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের গুরুতর লঙ্ঘন।"

অনুচ্ছেদ ৭৯:

"আটক অবস্থায় তার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। সরকার কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। এই কারণে মামলাটি নির্যাতনবিরোধী বিশেষ প্রতিবেদকের কাছে পাঠানো হয়েছে।"

অনুচ্ছেদ ৮০:

"আদালতে হাজির করার সময় তাকে জনতার হামলা থেকে রক্ষা করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। তার ধর্মীয় মৌলবাদবিরোধী অবস্থান এবং □□□□ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির কারণে এই হামলার আশঙ্কা ছিল।"

অনুচ্ছেদ ৮৪:

"শাহরিয়ার কবিরের আটক তার মানবাধিকার চর্চার ফল। রাজনৈতিক মতামতের কারণে তাকে আটক করা হয়েছে, যা বৈষম্যমূলক।"

জাতিসংঘের সুপারিশ:

- শাহরিয়ার কবিরকে **অবিলম্বে মুক্তি দিন।**
- তাকে **ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করুন।**
- **স্বাধীন তদন্ত পরিচালনা করুন** এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।

WGAD গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে এবং মনে করিয়ে দিয়েছে:

"আটক অবস্থায় সকল ব্যক্তিকে মানবিকভাবে এবং মর্যাদার সঙ্গে আচরণ করতে হবে।"

এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা – **আইনের শাসন ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করা এখন জরুরি।** আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মানবাধিকার সংস্থাগুলিকে এই সুপারিশ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

যোগাযোগ:

অ্যাটর্নি মোনা হাঘগো স্ট্রিন্ডবার্গ AB

আর্টিলেরিগাটান ৬, ১১৪ ৫১ স্টকহোম

ইমেইল: mona@advokatmona.se | ফোন: +৪৬ (০)৭৬-০০৮ ৬৫ ৯৯

তাপস কান্তি বল, ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল

ইমেইল: Tapasbaul@baulassociates.com